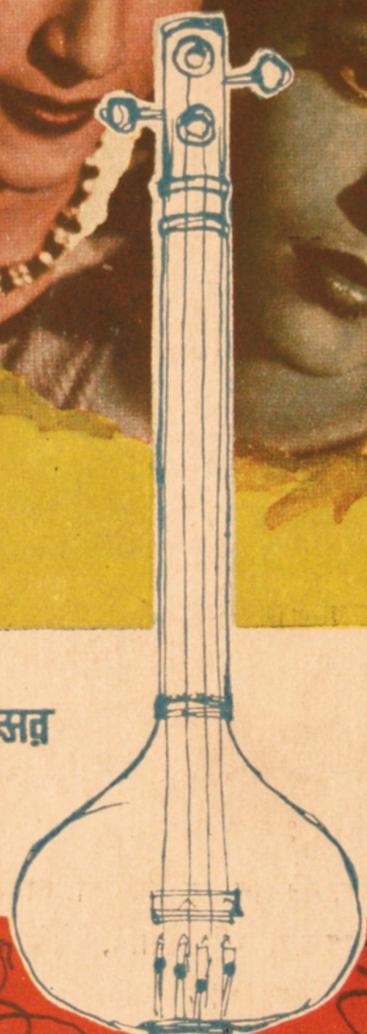




আজ প্রোডাক্সনের
নিবেদন



জগত

সুচিত্রা-মালা অভিনীত

আজ প্রেডাক্সমেনের সঙ্গীত বহুল চির

“চুলী”

কাহিনী—বিধায়ক ভট্টাচার্য

পরিচালনা—পিনাকী মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত—রাজেন সরকার



—কষ্ট-সঙ্গীত—

এ, টি. কানন	যুথিকা রায়
হেমন্ত	প্রতিভা
ধনঞ্জয়	প্রয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়



চিরনাট্য ও তত্ত্বাবধান—অধ্যেত্বে ন্দু মুখোপাধ্যায়



ঃ ক্লাপাইণঃ

ছবি, পাহাড়ী, মীতিশ, বিকাশ, রবীন, ডাঃ হবেন, বিপিন মুখাজ্জী
খগেন পাঠক, নরেশ বসু, মনি শ্রীমানি, অনিল চট্টোঁ, ঋষি,
মা: চন্দন, কার্তিক, পাপু, বিবি, প্রসাদ, প্রভাত,
জহর রায়, অঙ্গিত চাটাজী, স্বপ্নভা, তপতী,
কমলা, অঞ্জলি, হৃষিয়া, রিতা,
মীরা, নমিতা এবং নবাগত
প্রশংসন কুমার।



বাঙ্গালীর ঘরে মায়ের আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবের প্রথম দোলা বুঁবি
লাগে বাঙ্গলা দেশের চুলির রক্তে রক্তে! বাঙ্গলা মায়ের মন্দিরে বৈধনের
চাক বাজাতে ছুটে আসে কুঞ্জ চুলি—সঙ্গে আসে তারই মাতৃ-পিতৃহীন
কিশোর নাতি পরাশ্রম।

সঙ্গ্যায় বসে গানের আসর। সেই আসরে বাঙ্গলা মায়ের বন্দনা গায়
থাগড়ার গণেশ ওস্তাদ। তার অপূর্ব হৃব-মুর্ছনায় তরুণ পরাশ্রমের মনে
জেগে শুষ্ঠে একটি মাত্র দুর্বার বাসনা; গান শিখবে সে—সে হবে গায়ক।
পাগলামিই বটে। তবু মা-বাপহারা পরাশ্রমের আবদ্ধার ঠেলতে পারে না
কুঞ্জ! একদিন পরাশ্রমকে নিয়ে পৌছে দেয় গণেশ ওস্তাদের পায়ের তলায়।

পরাশ্রম তার সমস্ত প্রাণ-মন সঁপে দেয় সংগীতের সাধনায়। চুলির ছেলের
মাথায় ঝারে পড়ে সংগীত ঝুপা-বাগীর আশীর্বাদ।

চুলির ছেলে এল শহরে শুরু রামলোচন শর্মার কাছে। শিউলি
ফোটার দেশ থেকে পাথরের পুরীতে। কিন্তু পাথরের ভিতরেও আছে
কুরের বর্ণ। আছেন অক্ষ ওস্তাদ রামলোচন আর তার মেয়ে মিনতি।
পরম মেহে দুহাত বাড়িয়ে তাঁরা আশ্রয় দিলেন পরাশ্রমকে।

বাঙ্গলা দেশের অন্তর্ম শ্রেষ্ঠ শুণী হয়ে উঠলো পরাশ্রম।

শিয়ের হাতে নিজের সর্বস্ব তুলে দিলেন রামলোচন—তারপর
পরম তৃষ্ণিতে পৃথিবী থেকে বিদ্যায় নিলেন তিনি।

সংগীতের সাধনার মধ্য দিয়ে পরম নিতোবনায় দিন কাটছিল পরাশ্রম
আর মিনতির। এমন সময় এল নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতা।

তাতে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী দীঢ়াল মুখোমুখি। একজন মিনতি শর্মা; আর একজন রাত্রি রায়।

রাত্রি রায়! ধনীর ছলালী। চোখ বলকানো কৃপ। সংগীতে অসামাজ্ঞ অধিকার। প্রতিযোগিতায় মে প্রথম হবে—এ স্বতঃসিদ্ধ! তবু তবু ব্যক্তিগত ঘটে গেল! অসামাজ্ঞ রাত্রি রায়কে হারিয়ে দিয়ে প্রথম হল কোথাকার কোন এক মিনতি শর্মা।

অপমানে দুঃখে জলতে জলতে রাত্রি ফিরে এল বাড়িতে। ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠলেন তিনিটি কোলিয়ারীর মালিক রাত্রির বাবা রায়বাহাদুর। আর রাত্রির প্রসাদ প্রার্থী পুলক সেন চীৎকার করে বললে, ইউরেকা! পেয়েছি! কি পেয়েছ? রায়বাহাদুর আর তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন সমস্বরে।

—ধরে আনতে হবে ওই মিনতির মাষ্টারকে।

পুলক তৎক্ষণাং গাড়ী নিয়ে ছুটল।

চুলির ছেলে পরাশরের জীবনে স্মৃত হলো আর এক নতুন অধ্যায়।

সরল নির্বোধ পরাশর মিনতির চোখের জলের ইঙ্গিত বুঝল না। বুঝতে পারলো না বোবা অভিমানের বেদনা!

পুলকের জালে পা দিয়ে সে এসে আশ্রম নিলো রায় বাহাদুরের প্রাসাদে। বিষাক্ত নেশার ঘোরে পরাশর এগিয়ে চলল জীবনের চোরা বালির দিকে।

বাত্রি বেরিয়ে পড়ে দিইঝিয়ের নেশায়। ভারতের সমস্ত প্রান্ত থেকে তার চাই জয়ের মালা। শুধু পরাশর বাধা দিতে চায়। কে শোনে তার কথা?

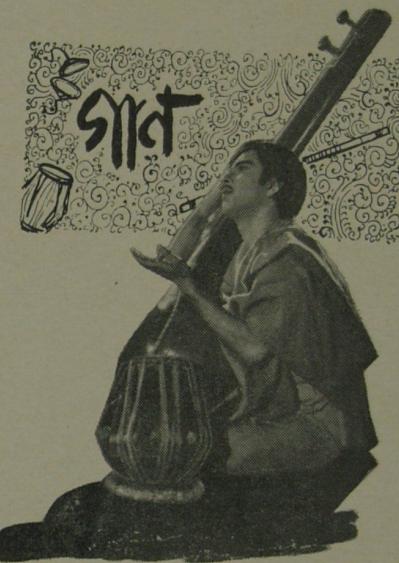
অগত্যা পরাশরকেও বেরিয়ে পড়তে হয় তাদের সঙ্গে

পাটো—লঙ্কৈ—এলাহাবাদ—কানপুর—দিল্লী—

বাড়ের বেগে চলে রাত্রির পরিক্রমা। কিন্তু সেই বাড়ের মুখে কতক্ষণ উড়তে পারে বাঙলা দেশের শিউলি ফুল? সেই উক্তার জালা কতক্ষণ সহিতে পারে চুলির ছেলে পরাশর?

চরম তিক্ততা, চরম লাঞ্ছনার মধ্যে একদিন পরাশর আবিষ্কার করে সে দেউলে হয়ে গেছে।

তবু চুলির ছেলে আবার ফিরে যেতে চায় বাঙলা মায়ের শিউলি বরা অঙ্গীয়! ফিরে যেতে চায় সেই ফেলে আসা আদীম জীবনে! এই আলে়ৱার মৃত্যুচক্রের হাত থেকে বাঁচতে চায় সে? কিন্তু কে দেখাবে পথ? কে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কে তাকে আবার বাঁচিয়ে তুলবে নতুন প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে.....?



(১)

তিনয়নী দৰ্শা মা তোর

রূপের সৌমা পাই না খুজে।

চন্দ তপন লুটায় মা তোর

চৰণ তলে দশভুজে।

বন্দনাগাহ মুরগতী।

লঞ্চী সজায় সক্ষারাতি

কার্তিকে সিন্ধিনাতা।

সিক বে না তোমায় পুজে॥

তুকাল হেমা থমকে দীঢ়ায়

কুদ্রানী তোর চৰীজোপে

জড়ের বুকে চেতন জাগে

যুগান্তরের অক্রুপে

হিমগিরের সিংহ তোমার

বাহন বে গো শক্তি পূজার

মুরগ ভয়ে অহুর কাপে

পায়ের তলায় চক্ষু বুজে॥

—বিমলচন্তৰ ঘোষ

(২)

ও আমার বাংলা মাগো

দেখি তোমায় নয়ন ভরে

তোমার ছলো ছলো নদীর ভলে

প্রাণ ভুড়ানো নধা রংবে—

ওমা তোমার বটের চাহায়

শোমল বনের কোমল মায়ায়,

মধুর মেঝের আঁচলখানি বিছিয়ে দিলে

সবার তরে—

অরপূর্ণি রংগ দেখে মা

তিথারী শিব দীঢ়ায় আসি,

কাজলা মেঝের শঙ্করবে

ডাক শুনেছি বৰ্ষবাসী।

তোমার মোনার ধনের ক্ষেতে

দিলে সবার আসন পেতে,

ছড়িয়ে দিলে অঞ্চল রাগে—

তুরণ রবির করুণ হাসি।

সাব সকালে নদীর ঘাটে

কলম ভরে তোমার ধূ

কামা হাসির ফোটায় কলম—

ছড়ায় তাতে প্রেমের ধূ।

আমার (ধূখে) আমার ধূখে

দেখি তোমায় আমার বুকে (মা)

আমার জনম-মুণ্ড তোমার কোলে

(মা গো)

(এই) শিউলি-ঝরা মাটির পরে মা—

—নারায়ণ গঙ্গোপাধায়

জীবন যেরে ষপ্পমায়। ওরে কাঙ্গল মন।
চিতার বুকে হাসি নিটুর মরণ।
তের, কাল যে ছিল জীবন সাধী
যায় সে চলে রাতারাতি—

বিফল আশাৰ তেপাসুৰ খুৱিস মাৰাকষ।
দাঁঁধেৰ বুকে দিনেৰ আলো আঁধারে ঘায় ডুৰে
শুভিৰ বাধায় হাহাকাৰে পিছে তাকাস পূৰে।
ও তুই, বাঁচুৱেৰ পৰশমণি খুজিস অকাৰণ।
—বিমল ঘোষ

(৪)

তাঙ্গনেৰ তৌৰে ঘৰ বেঁধে কি বা ফল ?
হুই নিয়তিৰ খেলোৱ পুহুল বুখলি না কেন বল।
গুধু আলোয়াৱ পিছে পিছে

তুই জীবন কাটালি মিছে
হুনিয়াৰ হাটে বেসাতি কৱিতে হারালি রে
সম্ভল।

(কেন) প্ৰদেৱ পদ্মে অৰ্প্য রচিয়া কৱিদ
সমৰ্পণ,
(শুধু) চাৰদিন পুঁজা তাৰপৰে হাই প্ৰতিমা
বিসৰ্জন

তথ্য না মিটাতে হায়
(তোৱ) পিয়ালা ভাঙ্গিয়া ধায়,
জীবনেৰ আশা মকলি ফুৱায়, ফুৱায় না

অংথিজল।

ভাঙ্গনেৰ তৌৰে ঘৰ বেঁধে কি বা ফল ?

— প্ৰণব রায়

(৫)

তোৱ কল মান, আয়ে না বোলুষ্টী
ম্যাং কুম মো প্যারে।
ৱৰ্মন জাগাই প্ৰেম বঢ়াই,
উনকে বাঞ্জী, জিনকে মন ভায়ে।

(৬)

উদিল কনক বৰি
পুৰুৰ দিগন্বনে।
বিহঙ্গ কাকলী
জাগে বনে বনে।
হে চিৰ নৃত আলো
চেতনাৰ হথা চালো
জীবনেৰ ফুলে ফুলে
অৱৰ গুঞ্জনে।
—বিমলচন্দ্ৰ ঘোষ

(৭)

মায়তো পিয়াসঙ্গ মৰ নিশি জাগিবে
কাহে যুনকী কাজ মোৰী জাগ ভাগ।
বহুত দিনন পিছে নয়োৱে, নয়োজে
হৈম হৈম গৱোৱা লগাহিৰে।

(৮)

নিঙারিঙ্গা নীল শাঢ়ী
শ্ৰীমতী চলে।
শ্যামলেৰ বেগু বাজে
কদম্বচলে।
দে শুৱেৰ মায়াডোৱে রাধা বিবশা,
চকিতা হয়ৰাম ধৰে সহসা
(যেন) বিলি শুভাৱ মালা।
কে পৰালো গলে।

— প্ৰণব রায়

(৯)

এই যমুনাৰি তৌৰে
মুৰলী বাজিত বেধা (সেই) রাধা কাদ শুৱে।
এই যমুনাৰি তৌৰে।
যে বাণী হারালো গান, হৰ গেল ভুলে
তাৰিৰেশ খুঁজে ফিৰি শুনা গোকুলে,
অনাদি কালেৰ রাধা আজো নিজজনে শুৱে।
এই যমুনাৰি তৌৰে—
কোথা দে মাধবী বাতি কোথা মধুমেলা,
প্ৰেমেৰ বাপৰে আজ কিদে অহেলো,
শ্যাম নাই, বুকে তৰু (আছে) শ্যাম-নাম ঝুড়ে।
এই যমুনাৰি তৌৰে।

— প্ৰণব রায়

(১০)

চুপি চুপি এল কে ফুলবনে মোৱ—
দে কি গো ফুল চোৱ, না দে চিতচোৱ ?
গোলাপেৰ জলসায়
আবেশে পাপিয়া গায়
ফিরোজা জোছনায় ফাগুন বিক্তোৱ।
ফুলেৰে শুধাই বৈবে “দে কেন গো আসে ?
চামেলি নীৱৰবে শুধু মুখ চিপে হাসে,
বুৰু দে পৱাতে আসে মায়া ফুলডোৱ।

— প্ৰণব রায়

(১১)

তাৰ দিলকে যাওয়ানী হিলানে লাগী
জিনদীৰ্পা প্যারকে শীত গামে লাগী,
চুপকে চুপকে নিগাহোনে ক্যা কহ দিয়া।

দিলকী হৰ বাত হৈটো পে আনে লাগী।

দারদ উনকি মোহৰতকা বাচে লাগী।

চীদনী বাত বাহ মস্কুৱানে লাগী।

যাল বাহী হ' তমনা বেঁকি আগ মে

মেৰী কিসমাত যুকে আজমানে লাগী।

তোড়ী

তুষার কুমজল দেহ দষ্টি
বিনোয়স্তি হিৰিনঃ বনাম্বে।

কাশীৰ কৰ্পুৰ বিলুপ্ত দেহ।

বীনা ধৰা রাজতি তোড়ী কেয়েন

বৰ্ন্দাবনী সাৰাঙ্গ

বৰ্ন্দাবনান্ত-বৰুপং দেহ

শুঁয়িক কাস্তি নথিত স্থিনেত্রে

সাৰবৰাটো হৃত মধ্য বাদে।

আৰোহে কুঠা স্ববৰোহ বৰ্ণ।

(১২)

সকেৱা ভাৱে তোৱ নয়ন
সাজনওয়াঃ।

ভাৱকে পিলায়ে প্ৰেমকী প্ৰাণী
লুটোৱে মনক চঠন।

গাগ্যনকে তাৰে রাত কো চমকে

ইয়ে চমকে দিন রায়ন,

— পণ্ডিত ভূষণ

(১৩) কায়দী বাসিয়া বজাই বাম্ব

মোৰি শুধ বিসৰাই।

(১৪)

ফাঞ্চ্যা প্ৰিজ দেখন কো চলৰি
ফাঞ্চ্যে মে মিলেজে কুঁয়াৰ কানয়াই
বাট চালত বোতল কা গো যা—
আঘি বাহৰ সাবিবান ফুলে—
বাঞ্চিলে লালকোলে আঙ্গু।

(১৫)

পতুঁষী মোৰী বাধীন জোত জাগাৰ
হৃন্দৰ মণ্ডাতৰ দাশ দিখাও।

আশা নিৱাশা মায়া তৃষ্ণাৰী

ভুল রাহে বিদেশ নার নারী

বিনতী মোৰী হে শিৰধাৰী

বুৰুত দীপ জালাও।

বারম রাহে শাঁখিয়ন দে মোঢ়ী

হে ভাওয়ান জাগানো মান মে জান

কি জোতী

মান কা পাকী তাড়াপ রাহ হয়

ভুবত—নাও—বাচাও।

(১৬)

ভৈৱৰ

গাঞ্চাধৰ শৰীকলা ত্ৰিলোক স্থিনেত্রে

তাৰং প্ৰিশ্ব কৰ এম মৃষ্ণুধৰী

শ্বেপৰিভূষিত তম গৰ্জকিন্বিদ

শৰামবৰো জয়তি ভৈৱৰ আদিৱাগ।

কানাড়া।

কৃপাণ পানী গজদস্তপত্ৰ

সংস্কৃত মান শুৰ চাৰ নোঁয়েঁ

মেকং বহন দক্ষিণ হস্ত কেন

কৰ্ণটি রাগ কিপিল মূল্বি

মালকোৱ

আৱজো বৰ্ণী, শুত রক্ত যষ্টি

বটেহৃতা বৈৰীকপাল মালা

বিশুবে মুৰীৰে মুক্ত প্ৰৱীণঁ

মালী মতো মালৰ কোসি কোয়ম



ইলিপ্রিয়াল আটে কটেজ, কলিকাতা-৬

ଆଜି ଟପ୍ରୋଡ଼କଣ୍ଡାର
ଶକ୍ତିଚ ସମ୍ମଲ ଛି!

ଶକ୍ତି



আজ প্রোডাক্সনের সঙ্গীত বঙ্গল চির “চুলীয়” কর্মী সঙ্গী

কাহিনী :	বিধায়ক ভট্টাচার্য	প্রধান যন্ত্রী :	গৌর দাস	কণ্ঠ সঙ্গীতে :	এ, টি, কানন, হেমন্ত,
পরিচালনা :	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	চিরশিল্পী :	সন্তোষ গুহরায়,	ধনঞ্জয়, যুথিকা রায়,	
সঙ্গীত :	রাজেন সরকার	অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় :		প্রতিমা ও প্রদূন	
গীতকার :	বিমল চন্দ্ৰ ঘোষ, প্ৰবৰ রায়, পশ্চিত ভূষণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও মালিক :	শব্দযন্ত্রী :	শিশির চট্টোপাধ্যায় যন্ত্র সঙ্গীতে :	জনাব কেৱামৎউল্লা	
সংলাপ :	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পশ্চিত ভূষণ :	শিল্প নির্দেশ :	বুটু সেন	খঁা, জনাব সাগীরুদ্দীন	
		সম্পাদনা :	রবীন দাস	আমেদ, হিমাংশু	
		রূপসভজা :	শৈলেন গাঙ্গুলী,	বিশাস, জীতেন	
			তুর্গা চট্টোপাধ্যায় :	সঁতোষ, ক্ষিরোদ নটু	
		প্ৰচার :	শচীন সিংহ :	বলৱাম পাঠক ও	
				গ্যাশানাল অকেন্দ্ৰুৱ	
				সভ্যবৃন্দ :	

চিরনাট্য ও তত্ত্বাবধান : অর্দেন্দু মুখোপাধ্যায়

কৃপায়ণে :

ছবি, পাহাড়ী, নৌতিশ, বিকাশ, রবীন, ডাঃ হরেন, বিপিন মুখাজ্জী, খগেন পাঠক, নরেশ বসু, মনি শ্রীমানি, অনিল চট্টোঁ, ঋষি, মাঁ চন্দন, কাৰ্তিক, পাপু, রবি, প্ৰসাদ, প্ৰভাত, জহুৰ রায়, অজিত চ্যাটাজ্জী, সুচিতা, মালা সিংহ, সুপ্ৰিয়া, তপতী, কমলা, অঞ্জলী, সুপ্ৰিয়া, রিতা, মৌৰা, নমিতা এবং নবাগত প্ৰশান্ত কুমাৰ।



সংগীতম্

শরতের শিউলি ঝারার গন্ধে আকুল হয়ে ওঠে আকাশ। নদীর চরে কাশের বন যেন চামর দোলাতে থাকে; ধানের ক্ষেতে শোগালি রঙে খেন কোন কাঞ্চন-বরণী কহার রূপরাগ ছড়িয়ে পড়ে।

বাঙ্গলীর ঘরে মায়ের আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবের প্রথম দোলা বুঝি লাগে বাঙ্গলা দেশের চুলীর রক্তে রক্তে! বাঙ্গলা মায়ের মন্দিরে বোধনের ঢাক বাজাতে ছুটে আসে কুঞ্জ চুলী—সঙ্গে আসে তারই মাতৃ-পিতৃহীন কিশোর নাতি পরাশর।

সন্ধ্যায় বসে গানের আসর। সেই আসরে বাঙ্গলা মায়ের বন্দনা গায় খাগড়ার গনেশ ওষ্ঠাদ। তার অপূর্ব সুর-মুছনায় তরুণ পরাশরের মনে জেগে ওঠে একটি মাত্র হৃর্বার বাসনা: গান শিখবে সে—সে হবে গায়ক! পাগলামিই বটে। তবু মা-বাপহারা পরাশরের আবদার ঠেলতে পারেনা কুঞ্জ! একদিন পরাশরকে নিয়ে গৌছে দেৱ গনেশ ওষ্ঠাদের শায়ের তলায়।

পরাশর তার সমস্ত প্রাণ-মন সঁপে দেয় সংগীতের সাধনায়। চুলীর ছেলের মাথায় ঝরে পড়ে সংগীত কুপা-বণীর আশীর্বাদ।

গনেশ বলে, আমার যা আছে সব তো তোকে চেলে দিয়েছি দুহাতে। এবার তুই ক'লকাতায় চলে যা। চলে যা আমার গুরু রামলোচন শৰ্মার কাছে। সংগীতের বৃত্ত-ভাগ্নার তাঁর কাছে—তার এক কগা পেলেও তুই ধন্ত হয়ে যাবি।

কলকাতা! অচেনা—সুদূর কোন স্থপ রাজ্য!

চুলীর ছেলে এল শহরে। শিউলি ফোটার ছেশ থেকে পাথরের পুরীতে। কিন্তু পাথরের ভেতর ও আছে সুরের বর্ণ।

আছেন অঙ্গ ওস্তাদ রামলোচন আর তার মেয়ে মিনতি। পরম স্নেহ দুর্হাত বাড়িয়ে তাঁরা আশ্রয় দিলেন পরাশরকে।

জীবনের শেষ খেয়ায় পাড়ি দিতে চলেছেন রামলোচন। তবু এই বিদার বেলাতে এম তাঁর শেষ শিক্ষা—তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য। নিবু নিবু শিখি আবার জলে উর্টল—ছায়ানট—মল্লার—ভৌমপলশ্বীর এক একটি স্বর্ণ দীপ দৌপাবিতার মতো আলো করে তুঙ্গল পরাশরকে।

বাঙ্গলা দেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গুণী হয়ে উর্টল পরাশর।

শিষ্যের হাতে নিজের সর্বো তুলে দিলেন রামলোচন—তাঁরপর পরম তৃপ্তিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

সংগীতের সাধনার মধ্য দিয়ে পরম নির্ভাবনার দিন কাটছিল পরাশর আর মিনতির। এমন সময় এল নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতা। তাঁতে দুজন প্রতিবন্দী দাঢ়াল মুখোমুখি। একজন মিনতি শর্মা, আর একজন রাত্রি রায়।

রাত্রি রায়! ধনীর ছুলালী। চোখ-ঝলকানো রূপ। সংগীতে অসামান্য অধিকার। প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হবে—
এ স্বতঃসিদ্ধ! তবু—তবু ব্যক্তিক্রম ঘটে গেল! অসামান্য রাত্রি রায়কে হারিয়ে দিয়ে প্রথম হল কোথাকার কোন্ এক
মিনতি শর্মা।

অপমানে দুঃখ জলতে জলতে রাত্রি কিরে এল বাড়িতে। ক্ষেপে আগুন হয়ে উর্টলেন তিনটি কোলিয়ারীর মালিক রাত্রির
বাবা রায় বাহাহুর! আর রাত্রির প্রমাদ-গ্রার্থী পুলক মেন চীৎকার করে বললে, ইউরেকা! পেয়েছি!

—কী পেয়েছ? রায় বাহাহুর আর তাঁর স্ত্রী তানতে চাইলেন সময়েরে।

—ধরে আনতে হবে ওই মিনতির মাষ্টারকে।

পুলক তৎক্ষণাত গাড়ী নিয়ে ছুটল।

চুলীর ছেলে পরাশরের জীবনে স্কুল হলো আর এক নতুন অধ্যার।

সরল নির্বোধ পরাশর মিনতির চোথের জলের ইঞ্জিত বুঝল না। বুঝতে
পারল না বোবা অভিমানের বেদনা!

পুলকের জালে পা দিয়ে সে এসে আশ্রয় নিলে রায় বাহাদুরের প্রামাণে। বিষাক্ত নেশার ঘোরে পরাশর এগিয়ে চলল
জীবনের চোরা বালির দিকে।

ওদিকে দেশে অপেক্ষা করে পরাশরের দানী—করে ফিরে আসবে তার পরাশ্যা—তাকে না দেখে সে তো মরতে
পারেনা। আর নিরুক্ত ব্যথায় অপেক্ষা করে মিনতি....

রাত্রি বেরিয়ে পড়ে দিঘিজয়ে। দেশে সমাজের চাই তার—চাই তারতের সমস্ত গ্রাস্ত থেকে জয়ের মালা। শুধু
পরাশর বাধা দিতে চায়। গুরু রামলোচনের বাণী অরণ করে সে বাত্রিকে বোকাতে চার, গুণী কথনো দরবারে
যাইনা মানের জন্যে, দরবার তার দরজার আসে সম্মান দিতে।

কে শোনে তার কথা? পুরুক বলে, বুঝলে মাট্টার—এ হ'ল পাব্লিসিটির বুগ! পাব্লিসিটি ফাট!—
পাব্লিসিটি সেকেণ্ট....

অগত্যা পরাশরকেও বেরিয়ে পড়তে হৱ তাদের সংগে।

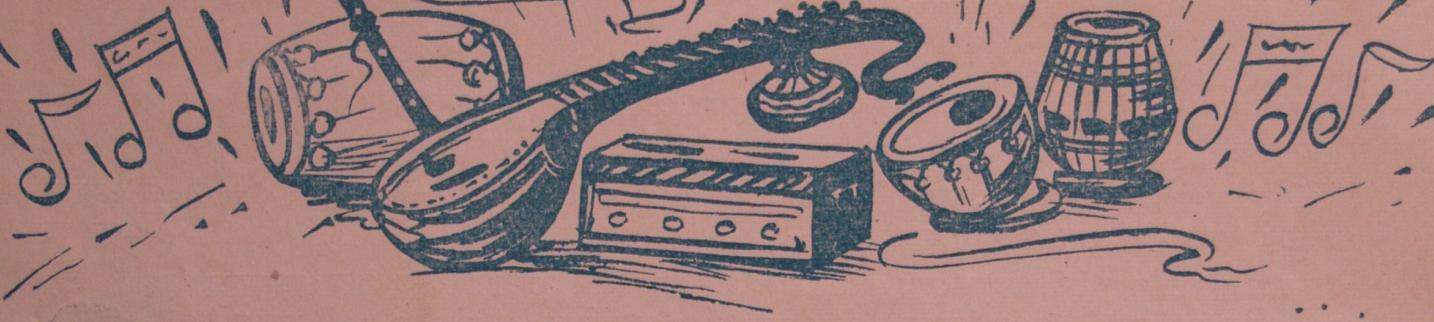
পাটনা—লক্ষ্মী—এশাহাবাদ—কানপুর—দিল্লী—

ঝড়ের বেগে চলে রাত্রির পরিক্রমা। কিন্তু সেই ঝড়েরমুখে কতক্ষণ উড়তে পারে বাঙলা দেশের
শিউলি ফুল? সেই উকার জালা কতক্ষণ সইতে পারে চুলীর ছেলে পরাশর?

চরম তিক্ততা, চরম লাঙ্ঘনার মধ্যে একদিন পরাশর আবিষ্কার করে সে দেউলে হৱে গেছে!

তবু চুলীর ছেলে আবার ফিরে যেতে চার বাঙলা মায়ের ঘরা আভিনার! ফিরে যেতে চায় তার
সেই ফেলে আসা আদিম জীবনে! এই আলেয়ার মৃত্যুচক্রের হাত থেকে বাঁচতে চায় সে!

কিন্তু কে দেখাবে পথ? কে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে? কে তাকে আবার
বাঁচিবে তুলবে নতুন প্রাণের হোয়া দিয়ে?



(১)

জিনযন্তী হৃষী মা তোর
কণগের সীমা পাই না থুঁজে।
চল্ল তপন লুটাই মা তোর
চরণ তলে মশতুঁজে॥

বলনা গায় সরস্বতী
সন্দী সাজাই সকারাতি
কাঠিকের সিদ্ধিদাতা
সিঙ্ক যে মা তোমায় পুঁজে।

ত্রিকাল যে মা থমকে দাঢ়ার
রঞ্জনী তোর চৌকিপে
জড়ের বুকে চেতন ঝাগে
বুগাদ্বয়ের আকুপে।

হিমগিরের সিংহ তোমার
বাহন যে গো শক্তি পুঁজার
মরণ ভয়ে অস্ত্র কাঁপে
পারের তলার চক্র বুঁজে॥

তোমার ছলো ছলো নদীর জলে
গাণ জুড়ানো ঝুখ খরে—
ওমা তোমার বটের ছায়ার
শামল বনের কোমল মায়ার,

মধুর মেহের আঁচলধানি বিছিরে লিলে
সবার ডরে—

অম্বুর্ণা রাগ দেখ মা
ভিথারী শিব দাঢ়ার আসি,
কাজলা মেঘের শঙ্কারনে
ডাক ঝনেছে বিশ্বাসী।

(২)

ওঁ আমার বাংলা মাগো
দেখি তোমায় নয়ন ডরে

তোমার সোনার ধানের ক্ষেতে

দিলে সবার আশন পেতে,
ছড়িয়ে দিলে অরুণ রাগে—

অরুণ রবির করুণ হাসি ।

সাঁঝ সকালে নদীর ঘাটে

কলস ভরে তোমার বধ
কানা হাসির কেটোর কমল—

ছড়ায় তাতে প্রেমের মধু ।

আমার (হৃথে) আমার হৃথে

দেখি তোমার আমার বুকে (মা)

আমার জনম-মরণ তোমার কোলে (মা শো)

(এই) শিউলি ঝরা মাটির পরে মা—

—নারুণ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

জীবন যেরে শশমায়া ওরে কাঙ্গাল মন ।

চিংতার বুকে হাসে নিচুর মরণ ।

তোর, কাল যে ছিল জীবন সাগী

যায় মে চলে রাতারাতি—

বিফল আশাৰ তেগাঞ্চুরে ঘুরিস সারাঞ্চণ ॥

সাঁবৈরে বুকে দিনের আলো আঁধারে যায় ডুবে

স্মৃতিৰ বাগ্য হাহাকারে মিছে তাকাণ্স পুৰে ॥

ও তুই, বালুচুৱের পৰশমনি খুঁজিস অকারণ ॥

—বিমলচন্দ্ৰ শোষ

(৪)

ভাঙনেৰ তীৰে যৰ বৈধে কি বা কল ?

তুই নিয়তিৰ খেলোৱ পুতুল বুঝি না কেৱ বল ।

শুধু আলোৱাৰ পিছে পিছে

তুই জীবন কঠোলি মিছে,

দুনিয়াৰ হাটে বেসাতি কৱিতে হারালিবে শয়ল ॥

(কেন) আগেৰ পঞ্চে অৰ্য্য রচিয়া কৱিস সমৰ্পণ,

(শুধু) চারজিন পূজা তাৰগৱে হাৱ প্রতিমা বিসৰ্জন ।

তুমা না মিটাতে হায়

(তাৰ) পিয়ালা ভাঙ্গিয়া যায়,

জীবনেৰ আশা মকলি ফুৱায়, ফুৱায় না কাঁথিজাল ॥

ভাঙনেৰ তাৰে যৰ বৈধে কি বা কল ?

—শঙ্খ রাজ

(৫)

তো রুত মান, আয়ে না বোলুঞ্জী

ম্যায় তুম সো প্যারে ।

বয়ন জাগাই প্ৰেম বঢ়াই,

উনকে যাওজৌ, কিন্কে মন ভাৱে ॥

(৬)

উদ্ধিল কনক রবি

পুৱ জিগজনে ।

বিহু কাকলী

জাগে বলে থলে ॥

হে চিৰ নৃতন আলো

চেতনাৰ হৃধা ঢালো

জীবনেৰ ফুলে ফুলে

অমৰ গুৰুলনে ।

—বিমলচন্দ্ৰ শোষ

(৭)

মায়তো শিয়াসঙ্গ সব নিশি জাগিরে
কাহে মানকি কাজ মোরি জাগ হাগ ।
বহুত দিনন পিছে নয়ে, রঙ্গ, মরোচঙ্গ
হ্যস হ্যস গরোবা লগাইরে ॥

(৮)

(নিঙড়িয়া নৌল শাড়ী

শ্রীমতী চলে ।

শ্রামনের বেণু বাজে
কদম্বতনে ॥
সে ফরের মারাড়োরে রাধা বিবশা,
চকিতা হরিনাথ থামে মহসা

(ঘেন) দিনি হৃতার মালা
কে পরানো গলে ॥
—প্রণব রায়

(৯)

এই বসুনারি তৌরে
মূরলী বাজিত যেথা (সেই) রাধাকীর্তা হুরে ।

এই বসুনারি তৌরে ।
যে বাঁশী হারানো গান, হুর গেল ভুলে,
তারি রেশ খুঁজে কিরি শৃঙ্গ গোকুলে,
অনাদি কাদের রাধা আজো নিরজনে ঝুরে ॥

এই বসুনারি তৌরে—

কোথা সে মাধী রাতি কোথা মনুমোনা,
প্রেমের বাসরে আজ কঁদে অবহেলা,
আম নাই, বুক তবু (আছে) শাম-নাম ভুড়ে ।

এই বসুনারি তৌরে ।

—প্রণব রায়

(১০)

চুপি চুপি এল কে ফুলবনে মোর।
সে কি গো ফুল চোর, না সে চিত্তচার?
গোলাপের জলসায়
আবেশে পাপিয়া গায়,
কিরোজা জ্যোছনায় কাঞ্চন বিতোর ।

ফুলেরে শুধাই যবে "সে কেন গো আসে?"
চামেলি নীরবে শুনু মুখ টিপে হাসে,
বুঝি সে পরাতে আসে মারা-ফুলডোর ।

—প্রণব রায়

(১১)

তার ছিলকে বাওরানী হিলানে শাগী
জিন্দগী প্যারকে গীত গানে শ্যাগী,
চুপকে চুপকে নিগাহোনে ক্যা ক্যাহ হিয়া
দিগকী হর শাত হোটো পে আনে শ্যাগী ।
ঢুবদ উন্দিকি বোহুবতকি শ্যামে শ্যাগী
ঠাণী রাত যাব মুক্তুরানে শ্যাগী ।
যশ যশী হ' তাৰঝাৰেঁ কি আগ যে
মেৱী কিশ্ম্যত মুখে আজমানে শ্যাগী ।

—বিঃ শালেক

(১২)

ধ্যাকে ত্যারে তোরে ন রন
শুজনওয়া।
ভারকে পিলাইঁ প্রেমকী গ্যালী
লুটলেঁ মনকা চ্যান।
গ্যাগনকে তারেঁ রাত কো চৰকে
ইয়ে চকে দিন রায়ন।

—পঙ্গিত ভূষণ

(১৩)

ক্যায়সি বৈসিয়া বজাটি বামা
মোরি শুধ বিসরাই।

(১৪)

ফাণ্ড্যা ব্রিজ দেখন কো চলোরি
ফাণ্ড্য মে মিলেঙে কুঁয়ার কান্ধাহ
বাট চলত বোলত কা গো যা—
আয় বাহার শুবিয়ন ফুলেঁ—
ব্যঙ্গিলে লালকো লে আণ্ড্যা।

(১৫)

প্রচুজি মোরী ছীব্যন ঘোত জাগাও
হন্দ্যুর মানোহুর দারশ দিখাও।
আশা নিরাশ মায়া তুম হারী
ভুল রাহে যিসমে ঘুর নারী
বিন্দী মোরী হে গিরধারী
বৃক্ষত দীপ জালাও।
ব্যরস রাহে আঁথিয়ন্দে মোতী
হে ভগওয়ান জাগদো মান্ মে জান কি জোতী
মান কা প্যাকী তাড়াপ রাহা হয়
ডুবত—নাও—ব্যাচাও।

(১৬)

তৈরেব

গঙ্গাধর শশীকলা ত্রিলোক স্তিনেত
ভাসৎ ত্রিশূল কর এন ন্মুগুধারী
শৰ্পেবিভুয়িত তহু গজকির্তিবাস
শুভ্রামবরো জয়তি তৈরেব আদি রাগ।

তোড়ী

তুয়ার কুন্দজ্জল দেহ যষ্টি
বিনোদয়ষ্টি হরিনং বনাস্তে।
কাঞ্চীৰ কপূৰ বিলুপ্ত দেহ।
বৈনা ধৱা রাজতি তোড়ী কেয়া।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ

বৃন্দাবনাস্ত-স্বরপঞ্চ দেহ
সু প্রিঙ্ক কাঞ্চি নমিত স্তিনেতে
সারঙ্গরাগো হৃত মধ্য যামে।
আরোহ কুঠা স্ববরোহ বৰ্ণ।

ত্রী

অষ্টাদশ দেশ্পার চারমুর্তি
ভৌরোক্ষনৎ পঞ্জব কর্পুরঃ
ষড়জানি দে বোৰন বশ্রধারী
ত্রীরূপ এয়ঃ ক্ষিতি পাল মুর্তি:

ବସନ୍ତ

ଶିଖଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ବକ୍ଷ ଚାଡ଼
କର୍ମବଂଦି ସି ହୃତ ଶେଭନାୟାଃ
ଇନ୍ଦ୍ରିବର ଶ୍ରାମ ତରୁ ବିଲାସୀ
ବସନ୍ତକଃ ଶୁଦ୍ଧି ମଞ୍ଜୁଳ ଶ୍ରୀ

ଶୈଖ

ନୌଲିଙ୍ଗନା ଭର ପୁରିନଦମା ନ ଚିଲ
ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରିତୋ ସନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତ
ଶୀତାତ୍ମର ତୃଥିତ ଚାତକରାଚା ମାମଃ
ବୀରେବୁ ରାଜତିତ୍ୱବା କିଲ ମେଘରାଗଃ

କାନାଡ଼ି

ହୃଗାଣ ପାନୀ ଗଜଦଙ୍ଗାର
ଶଂକ୍ରମ ମାନ ଶୁର ଚାର ନୋରୈଃ
ମେକଂ ବହନ ଦକ୍ଷିଣ ହନ୍ତ କେଳ
କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଗ କିତିପାଲ ମୁଦ୍ରି

ହିନ୍ଦୋଲ

ନିତଥନୀ ମନ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଗିତାୟୁ
ଥର୍ବ କପୋତ ଛାତିକାମ ଯୁନ୍ତୋ
ଦୋଲା ହଥେଲା ଶୁଖ ମାଧ ଧାନ
ହିନ୍ଦଲ ରାଗୋ କଥିତ ମୁନିଦ୍ରେଃ

ମାଲକୋଷ

ଆରଙ୍ଗେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧୃତ ରଙ୍ଗ ଯଷି
ବରୈଧୃତ ଦୈର୍ଯ୍ୟକପାଲ ମାଲ
ବିରଃ ହୁବୀରେ ସ୍ଵର୍ତ୍ତ ପ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟଃ
ମାଲୀ ମତୋ ମାଲବ କୌସି କୋର୍ଯ୍ୟ

সহকারীবন্দঃ পরিচালনাঃ অনিল চট্টোঃ, বিবেক বক্সীঃ সঙ্গীতঃ পান্মা সেন, বিবেক আচার্যাঃ
চিরশিল্পীঃ নরসিংহ রাওঃ শব্দ ঘন্টীঃ সিঙ্কি নাগ, ধরনৌ রায় চৌধুরীঃ সম্পাদনাঃ অনিল সরকারঃ
ব্যবস্থাপনাঃ ত্রিনাথ, গৌরঃ বুম ম্যানঃ সুধীর, হিমাংশুঃ শিল্প নির্দেশঃ গুপ্তি সেন : তড়িৎ নিয়ন্ত্রণঃ
শান্তি সরকার, হেমন্ত, আমেদ, মনোরঞ্জন : দৃশ্যাঙ্কন : কবি দাসগুপ্তঃ

●

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ দিল্লী কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষ, কালিকা থিয়েটার, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় (দিল্লী),
সুহাদ ঘোষ, সুহাস সেন, উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রায় চৌধুরী, জোজো মুখার্জী, বিশ্বনাথ ষ্টোস' :

●

ইন্দ্রপুরী স্টুডিও লিমিটেড-এ “আর, সি, এ” শব্দবন্ধে গৃহীতঃ ফিল্ম সারভিসেসঃ
ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরী ও ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিষ্কৃতিঃ

●

পরিবেশকঃ আজ পিকচাস' লিমিটেড

৫৬, বেটিক প্রাট, কলিকাতা :

আজ প্রোডাক্সেশন
আগামী ছিম

আশাপূর্ণা দেবোৱ

বলয়গ্রাম

উপন্যাস অবলম্বন



৩০শতাব্দীর দশকের
পুরিখ্যাত হ্রামাঞ্জন
গোহন মিলিজের
চিম্পুজ্জ্বল

দম্ভু

মাথন

রূপায়ণে

মলিনা, সুপ্রভা,
প্রুচিগ্রা, ত্রেণুকা
পৃণিমা, রাজলক্ষ্মী, শাও

বাণীগাঞ্চলী, বাণীবালা, শিথা,

পাহাড়ী, দীপক, নীতিশ, জীবেন

পাতালো- পিতামী মুখাঞ্জী। অঙ্গৈত- রাজেন মুখকার

পাতালো

আর্ধনু মুখাঞ্জী

অঙ্গৈত

রাজেন মুখকার

ভূমিকায়

বাংলা ও বঙ্গের বিখ্যাত শিল্পী

চিম্পুজ্জ্বল- আর্ধনু মুখাঞ্জী